রূপ ও যৌবন

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, বি-এ

নিয়োগী-নিকেতন
১৯২।এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—সতীশ মিত্র
৩৮, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৩৬

দাম ঃ আট আনা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য,
মাসপয়লা-প্রেস
৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রূপ ও যৌবন

মিলন

ভুলা'লো সে ভুলা'লো—
ওই যেন তা'র কালো চিকুর
আকাশ কোলে ছড়া'লো,
সজল হাওয়ার আঁচলখানি
আশোক-শাখে জড়া'লো।

ঐ যেন সে কাছে এসে
একেবারে মরম ঘেঁষে
সকল ভুবন আড়াল ক'রে
দাঁড়া'লো ওই দাঁড়া'লো ঃ—
মিলা'লো তা'র কোলের ছায়ায়
নিখিল আলো মিলা'লো।

নত আঁখির কাজল-মাখা পাখা ঝাড়িয়া
মরম দাহ সকলি মোর নিল হরিয়া।
হিয়ার মাঝে ঝলক দিয়া
গভীর গুরু গরজিয়া
বুলা'লো তা'র বুকের বিরল
পরশটুকু বুলা'লো :
অম্‌নি আমার মুখর কূজন
ফুরা'লো ওই ফুরা'লো—
ভুলা'লো সে ভুলা'লো।

রূপ

(১)

মধুর মধুর তব রূপ
জগতের অমৃত স্বরূপ।
মনে হয় তোমাতে মজিয়া
সুরাসুর মরি'ছে যুঝিয়া ;
মনে হয় তোমারে বেড়িয়া
অহরহ বেড়ায় ঘুরিয়া
লক্ষ কোটি রবি চন্দ্র তারা
শূন্যে শূন্যে তন্দ্রালেশ হারা।

অস্তাচলে নিত্য চলে রবি
বুকে করি' তব মুখচ্ছবি,
নত্য ওঠে মাধবী চাঁদিমা
মনে ল'য়ে তোমারি প্রতিমা ;
মলয় ছুটিছে র'য়ে র'য়ে
তোমার পরশ মাখি' ল'য়ে,
ধরণীর অটুট যৌবন
বুকে ধরি' ও রাঙা চরণ।
শত লক্ষ জন্ম জন্মান্তর
মানব ভ্রমিছে ধরা 'পর
তোমা তরে, শুধু তোমা তরে
দেবতারা মাটিতে বিহরে।

যত রূপ রস গন্ধ গান,
যত সুর যত ছন্দ তান,
বসন্তের অনন্ত যৌবন
বরিষার অশ্রান্ত ক্রন্দন
শরতের সুপ্রসন্ন হাসি
শিশিরের হেম অশ্রু রাশি—
কেন আসে—যায়—আসে—যায় ?-
তোমারেই—তোমারেই চায়।
ব্রহ্মাণ্ডের কামনার শেষ
কল্পনার পারে তব দেশ।

নিজে তুমি নিজেরি উপমা :
নহ কায়া—মানসী কল্পনা।
যেবা যাহা চায়—তাই তুমি :
চপলার চির লীলা অচলার ভূমি।

(২)

এই সেই : এইরূপ ভারে
পীড়িত মেঘের দল প্রথম আষাঢ়ে
খুলে ধরে কবিতার কুবের ভাণ্ডার
কবির কল্পনা-চক্ষে। যক্ষের বিরহ
মেঘ-পুঞ্জে সমাসীন ধায় অহরহ
এই রূপ লাগি' দূর অলকার পানে।
বৃন্দাবনে কদম্বের বিজন বিতানে
এই রূপে বাজে বাঁশী শ্যামের অধরে
"রাধা রাধা রাধা" রবে। এই রূপ তরে
সুখ স্বর্গলোক ছাড়ি' স্বর্গের ঈশ্বর
দীন বেশে দেশে দেশে ভ্রমে নিরন্তর
কঠোর ধরার 'পরে। এইরূপে ভুলে'
রাজকার্য্য রাজা জাহ্নবী-কূলে কূলে
প্রান্তর কান্তার করে বিলাপে মুখর।
তপোধন এই রূপে হইয়া কাতর
তৃণসম আচম্বিতে দেয় বিসর্জ্জন
আজন্মের তপস্যার সঞ্চিত রতন।

প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে পরতে পরতে
এইরূপ খেলা করে কত শত মতে,
শোণিতের রেখা পড়ে পাষাণের গায়।

এই সেই : এই রূপখানি ঘিরি' হায়
অনাদি অনন্ত কাল ফেলিছে নিঃশ্বাস ;
কত ব্যথা কত কথা কত হা হুতাশ
কত সুখ কত হাসি কত অশ্রুজল
কত ঋদ্ধি কত সিদ্ধি সাধনা বিফল
জড়া'য়ে রয়েছে সেই এই রূপরাশি
বিশ্বমানবের :—তাই এত ভালবাসি।

(৩)

নয়নে লেপিব ওই রূপের অঞ্জন,
দেহ ভরি' মাখি' ল'ব ও-রূপ চন্দন,
বুকেতে আঁকিয়া ল'ব ও-রূপ মূরতি,
ধেয়ানে উদিবে সূক্ষ্ম ও-রূপের জ্যোতি।
বসন রঞ্জিত করি' ও-রূপগৈরিকে
রূপের উদাসী হ'য়ে ধা'ব দিকে দিকে।
নয়ন ভাসা'য়ে ব'বে ও-রূপের ধারা,
নাচিব দু'হাত তু'লে রূপের ফোয়ারা।
ও রূপে দেবতা গড়ি' পূজিব সতত
পুড়িয়া সারাটী হ'ব ধূপ-শিখা মত।

(৪)

শরতের উদ্ভাসিত মেঘের মতন
সম্বরিতে নারে ওই তনু-আবরণ
রূপের চন্দ্রমা তব ; ভয় হয় পাছে
গলিয়া মিলিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কাছে
এখনি প্রকাশ হ'বে অসীম বিস্ময়
পূর্ণ গৌরবের জ্যোতি—দীপ্ত মহিমায়।
সে যে এক ক্ষণ ঃ—বাধা বিঘ্ন পাসরিয়া
দশদিকে দশদিক যা'বে প্রসারিয়া,
সপ্ত সিন্ধু সপ্ত কোটি লহর তুলিয়া,
ফুলিয়া ফুলিয়া ঘন উঠিবে দুলিয়া,
দেবতা তেত্রিশ কোটি দানব মানব
একত্রে মিলিয়া আসি' দাঁড়াইবে সব
ঊর্দ্ধ-নেত্র যুগ্মপাণি বাসনা-বিরত,
মহাকাল চেয়ে র'বে স্তম্ভিত আহত।

(৫)

ফুটিয়াছে থরে থরে ও-রূপের ফুল
তনুলতা খানি বেড়ি'—জগতে অতুল।
ও আশ্রয়-হারা হ'য়ে আলোকের পারে
ফিরে যা'বে আনন্দের কুবের-ভাণ্ডারে
আবার আসিবে ফিরে বসন্ত-প্রভাতে,
সাজা'বে যৌবন নব নবীন শোভাতে।

গাহিবে নবীন পাখী নবীন আলোকে,
শিহরি' উঠিবে ধরা নবীন পুলকে।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে ওরূপ-পাথার,
জনম জনম ভরি' দিতেছি সাঁতার।
ওকি কভু ধরা যায় ওরে মূঢ় মন!
ওযে রূপ অপরূপ অরূপ রতন।
কভু ফুরা'বে না ভবে ওই রূপ সুধা,
কভু মিটিবে না ভবে ওই রূপক্ষুধা।

(৬)

কোথায় উঠেছে চাঁদ—কি জানি কেমন—
দেহের আকাশে হাসে রূপের জ্যোছনা ;
উজ্জ্বল হ'য়েছে নব যৌবনের বন,
বক্ষ-বীণে কাঁপে মন্দ আনন্দ মূর্চ্ছনা।
উথলি' উঠে'ছে হের নিভৃত তটিনী !
দেহ-তটে মৃদু মধু সোহাগ-আঘাতে
কল্ কল্ ছল্ ছল্ চলে'ছে মোহিনী
কনক কিরীট পরি' কাহার সাক্ষাতে।
রূপের পরশে রূপসী উঠেছে জাগি',
অনিমেষে চেয়ে আছে আপনার পানে ;
সারা দেহখানি আহা কেমনে কি লাগি'
গুঞ্জরি' উঠেছে স্বর্ণে বর্ণে গন্ধে গানে।
কোন্ দেবতার লাগি' ফুটিয়াছে ফুল,
কি ফলের সূচনায় হয়েছে আকুল।

তিলোত্তমা

বিশ্বের সৌন্দর্য্য-সুধা তিল তিল আহরিয়া সুখে
একত্র ছানিয়া নিয়া একমনে মনের কৌতুকে
ধেয়ানে গড়ে'ছে তোমা লাবণ্যের ললিত ললনা
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী করি'—পরিপূর্ণা অয়ি তিলোত্তমা !
তুমি ত মানবী নহ, তুমি চির মূর্ত্তির অতীতা
কবির মানসী কন্যা অনস্ফুট প্রেয়সী কবিতা।
তুমি বিহরি'ছ সুখে অগঠিত নীহার ভুবন
কল্পনার লীলাকাশে ; মায়াময় সুবর্ণ স্বপন
লুকোচুরী খেলিতেছ নিদ্রিতের মুদ্রিত নয়নে,
এই আছ—এই নেই। পরশে সুবাসে প্রাণে মনে
বিজনে বিরলে পাই ক্ষণতরে তোমার আভাস,
বসন্ত-সমীরে কভু নীলাকাশে উদার উদাস
শিথিল অঞ্চল তব ভেসে যায় ছু'য়ে প্রান্তখানি
অন্তরের একপ্রান্ত। শরতের চন্দ্রমা-শালিনী
চন্দ্রিকা স্ফুটিত চারু যামিনী সে চকিতের তরে
ভেসে যায় তব সুধা-বাঁশরীর সুস্বর লহরে
কোন্ স্বপ্নলোকপানে একটী নিমেষে।
তিলোত্তমে !
আকাঙ্ক্ষার মহাতীর্থ সৌন্দর্য্যের সাগর সঙ্গমে !
কত যাত্রী দিবারাত্রি রুদ্ধ তব মন্দিরের দ্বারে
ছুটিয়া আসি'ছে তব দর্শন-লালসে, রহি' ভারে ভারে

জন্ম-জন্মান্তের জপ তপ নিবেদন। কত ঋষি
বসেছে কঠোর যোগে; স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যাপি দশ দিশি
দেবতা তেত্রিশ কোটি মগ্ন তব ও রূপ ধেয়ানে;
কত গুণী জ্ঞানী আহা কত সাধু এক মন প্রাণে
অচিন্ত্য মহিমা সব চিন্তিছে সদাই। আত্মহারা
গড়িতে প্রতিমা তব কত শিল্পী হ'য়ে গেল সারা,
কত চিত্রে ভেসে গেল অশ্রুজলে, কত কবি হিয়া
দিগন্ত মুখরি' সুখে তব স্তব স্তুতি-গীতি দিয়া
নীরব হইল শেষে।

হে সুন্দর হে চির-বাঞ্ছিত!
কোথা তুমি কোথা তুমি? নিখিলেরে করিয়া বঞ্চিত,
সকলের সম্পূর্ণতা, হে সম্পূর্ণ! করিয়া হরণ
কোথায় মিলা'লে বল? অন্তহীন তাই আয়োজন,
তৃপ্তিহীন ক্ষুধিত পিয়াসা। তাই দীন উপবাসী হিয়া
দরিদ্র এ ধরণীর ধূলি তলে বিরলে বসিয়া
নিরানন্দ করি'ছে ক্রন্দন—শ্রান্ত সন্তারের ভারে
ক্লান্ত অন্বেষণে।—কোথা তৃপ্তি হায় কোথায় সান্ত্বনা?
তোমার সে সৃজনের মহা যজ্ঞে, অয়ি বিশ্বরমা!
এ বিশ্ব আহুতি দেছে সৌন্দর্য্যের কোষ মাঝখানে
লুকানো সে অনন্তের তিল সুধাটুকু। নিঃস্ব প্রাণে
দীন নেত্রে তাই আছে ভিক্ষা পাত্র মেলি' রুদ্ধ দ্বারে;
তৃপ্তিহারা ক্ষুধিত বাসনা যত ক্ষুব্ধ হাহাকারে

তোমা পানে ছুটিতেছে ক্রন্দনের রোলে নিরন্তর
শ্রান্ত ক্লান্ত শিরখানি লুটাইতে তব অঙ্ক 'পর
গভীর বিশ্বাসে। খুলিবেনা দ্বার, দেবে নাকি দেখা,
এমনি ঘুরাবে শুধু পিছু পিছু মায়া মরীচিকা
চির রাত্রি চির দিন ? ধন্য কি হ'বেনা বিশ্ববাসী
তোমারে হেরিয়া চক্ষে, নিখিলের সৌন্দর্য্য-পিয়াসী
তোমারে পাইয়া বাহুপাশে ? মিটাইতে সসীমের ক্ষুধা
অসীম দেবে না ধরা মূর্ত্তিমতী সঞ্জীবনী সুধা ?

যৌবন

এ বড় বিষম সুখ—
এ ভরা যৌবনে সাজা'তে সাজিতে
নিতি নব রসে মজা'তে মজিতে
পথপানে চা'হি দেখা'তে দেখিতে
নিতি নব নব মুখ।
পুষ্পিত মধুবন মধু ভরা
তনুলতাখানি বেড়ে
সারাটী প্রহর অলি করে রোল
কিরণের নাচ মলয়ার দোল,
জোছনার চুমো বিবল বিফল
ঘুমটুকু লয় কেড়ে।

উন্মুখ হ'য়ে আছে নিশিদিন
শ্রবণ নয়ন মন ;
কুহক-পাথারে ভাসিয়া ভাসিয়া
গ্রহণ করিছে হাসিয়া হাসিয়া
নত ধরণীর আরতি-বাসতি
আত্মার নিবেদন।

নিদ্রার তলে ঢেলে দিয়ে নিতি
দিনের বেদনা-ভার
নবীন উষায় নব আশা সনে
সূর্য্যের পানে চাই লঘু মনে,
নব ফুলে ফলে পল্লব-দলে
বিরচি' নবীন হার।

চুম্বন-রসে ভ'রে ওঠে রাঙা—
মদির অধর দুটী,
দু'বাহু মৃণাল-মালার মতন
লতায় লতায় মাগে পরশন,
মুখখানি চাহে বুক-সরোবরে
কমল হইয়া ফুটি।

বুকখানি যেন আগু হ'য়ে আসে
বুকেতে টানিয়া নিতে,
যৌবন তনু-পেয়ালা ভরিয়া
সারা রূপ রস বাস আহরিয়া
কনক মদিরা—লোলুপ অধরে
চাহে শুধু তুলে দিতে।

বসন—শাসনে বাঁধিবারে চাই
রাখিতে পারিনা রুখিয়া,
চরণ থাপিতে ধরণীর 'পরে
শতদল ফুটে ওঠে থরে থরে
রূপের আগুন লাগিয়া হাসিয়া
দশদিক ওঠে ভুখিয়া।

রূপের মলয়া ছুটে যায় বনে,
মুঞ্জরে শুখো তৃণ তরু সনে,
ধেয়ান ভাঙ্গিয়া তাকায় তাপস
পুলক-আকুল প্রাণে,
নন্দীর বেত ভুলায়ে চেতন
অচেতনে টেনে আনে।

যেমন হিমানি-গিরি-বাসী মৃগ
আপন নাভির ঘ্রাণে
শুধু ছুটে আর ছুটায় পিছনে
কি পুলকে মাতি' কে জানে কেমনে,
তেমনি ভুবন পাগল করিয়া
পাগল হয়েছি প্রাণে।

তটিনীর মত ছুটে' যেতে চাই
ভাসিয়া ভসা'য়ে কুল,
দাবানল সম পুড়া'য়ে পুড়িয়া,
ঝটিকার মত উড়া'য়ে উড়িয়া
শেষ হ'য়ে যাই ছাই হ'য়ে যাই
করি ছাই নিরমূল।

এ কোন্ নেশায় ধরিল আমারে
মাতা মাতা'বার লাগি?
এ কোন্ মদিরা কে করা'লে পান-
জ্ব'লে পুড়ে গেল তনু মন প্রাণ
কতদূর আর এর পরিণাম?—
আর ত পারি না জাগি'।

কে আছ কোথায় কঠোর করুণ
রুদ্র রমণ এসে
বজ্র মুঠিতে ছিঁড়িয়া এ পাশ,
আমারে ছিনা'য়ে লহ তব পাশ,
শান্ত মধুর বাঁশরী বাজা'য়ে
এস একা দিবা-শেষে।

নিখিল-ভুবন আড়াল করিয়া
দাঁড়াও তোমার রূপে,
শতদল মম দেও গো বেড়িয়া
এক চুম্বন-সুধায় ভরিয়া;
তোমার পরশ-হরষ-লোলুপ
কর মোরে চুপে চুপে।

না জানি তাহাতে কি মাধুরী আছে
কি জানি কত না সুখ:—
সাজা'য়ে ভবন সাজি নিতি সাঁজে
আশা-নিরাশার আলো-ছায়া মাঝে
পরিচিত চারু চরণের ধ্বনি
শুনে' কেঁপে ওঠা বুক।—

বুঝি ভালো লাগে নিরিবিলি ছাতে
চাঁদ পানে চেয়ে চাঁদিনীর রাতে
একখানি মুখ ওলটি পালটি
নিরখিতে বারে বারে ;—
অতীতের চাওয়া পাওয়া সুখগুলি
স্মৃতির নখরে খুঁটি খুঁটি তুলি'
চরণ ছড়া'য়ে ব'সে ব'সে গাঁথা
গলায় পরিতে হার ।

বুঝি ভালো লাগে দুর্য্যোগ রাতে
ক্ষুব্ধ তটিনী-তীরে
ঘুমাইয়া থাকা নিরভয় সুখে
রচি দৃঢ় নীড় একখানা বুকে,
সারাটি বুকের প্রীতি-গীতি হাস
বিশ্বাস দিয়ে ঘিরে' ।—

এই যৌবন উন্মদ-হার
চরণে সঁপিয়া দিয়া উপহার
ভক্তি-নম্র শিরে যোড়করে
প্রসাদ ফিরিয়ে নেওয়া ;
তা'রি তোষ তরে দিয়ে তা'রি ধন
শান্ত মানসে নিতি আয়োজন :
বুঝি সেই ভালো বুঝি সেই সুখ
সেই বুঝি খাটি পাওয়া ।

গুঞ্জন

সখি !

কি গান বিরলে বাজে
গুন্ গুন্ হিয়া মাঝে ?
বিকচ কামিনী অমল ধবল
হাসে রসে বাসে তনু টলগল
মধু যামিনীর স্বপন বিহ্বল
গাহিতে নারে যা' লাজে—
সেই গান আজি বাজে
গুন্ গুন্ হিয়া মাঝে।

ও সে গাহে এস এস এস প্রিয়তম,
যৌবন কুঞ্জে এস অলি মম
এস অধিরাজ এস অনুপম
এস এ কক্ষে মোর ;
আমি যে বক্ষে নিভৃতে নিরালা
লুকা'য়ে রেখেছি তব ভোগ-থালা,
উদ্যত করি' শত ভুজ-মালা
বন্দী করিতে চোর।
আমি ভীরু বালা—মরমে মরিয়া
সমীর পরশে উঠি শিহরিয়া,
তাই কিশলয় আচলে বেড়িয়া
লুকা'য়ে রয়েছি লাজে।—
সেই গান আজি বাজে
গুন্ গুন হিয়া মাঝে।

ও সে

গাহে এস এস এস ত্বরা করি’.
মধু অবসর পাছে যায় সরি’,
একেলা বৃন্ত শয়ন উপরি
রয়েছি যামিনী জাগি’ ;
আমি নব-বধূ মধুরা যুবতী
লালসার শিখা মানসী মূরতি,
চিনি শুধু তোমা তুমি প্রাণপতি,
আমি যে তোমারি লাগি’ ।

তোমারি পিয়াস মিটাইতে, বঁধু
আগলিয়া আছি এ বিজন মধু,
তোমারি প্রণয়ে বন্দী এ বধূ,
তোমারি এ কারাগারে ,
বাহির হইতে ভয়ে কাঁপে বুক
পাছে উড়ে’ যায় এ আড়ালটুক,
কেমনে তা’ হ’লে দেখা’ব এ মুখ,
তাই থেমে যাই দ্বারে।
তুমি কেন এত নিঠুর বধির,
অধীর প্রাণের ভাষা কামিনীর
বুকফাটা মূক মরমের তীর
পশে না মরম-মাঝে ।—
সেই গান আজি বাজে
গুন্ গুন্ হিয়া মাঝে।

ও সে
গাহে এস এস ছুটে এস পাশে
কত আনা গোনা মৃদু মধু হাসে,
গাও গান দোল দাও আশে পাশে
শিথিল করিয়া সাজ ;
সবলে ছিড়িয়া এস হে আড়াল—
তোমারি তরে এ কিশলয়-জাল,
দৃঢ় মুঠি হ'তে কেড়ে লও মোরে,
লাজেতে লুকা'ক লাজ।
তব গুরু ভারে আকুল চপল
ঝ'রে যাক শোভা মনোলাভা দল,
মোরে চরণ-তাড়নে কর হে সফল
এক চুম্বন-মাঝে।—
সেই গান আজি বাজে
গুন গুন হিয়া মাঝে।

বালিকা-বধূ

মিলন-শয়নে শু'য়ে আঁখি 'পরে আঁখি থু'য়ে
মাধবী নিশায় তুমি বাজালে যে বাঁশীরে,
বুঝেছি বুঝেছি আমি, কেমনে—জানি না স্বামী,
কার' মুখে হাসি দিতে ফুটিল ও হাসিরে।

বিরহ-যামিনী জাগি' আছি আজি কার' লাগি'
নিশিদিন উদাসীন কেন দুটী আঁখিরে!
দেখিতে দেখিতে ত্বরা কেমনে পড়িল ধরা
আমার এ বনচারী ওগো মন-পাখী রে।
কে তুমি রাজার ছেলে হেসে হেসে পাশে এলে
ছুঁইলে সোনার সেই কাঠিখানি দিয়ারে,
তোমার সোনার চুম ভাঙিল অসাড় ঘুম,
চমকি চাহিনু, সুখে শিহরিল হিয়ারে।

তুমি ভালবাস যাই, আমি ভালবাসি তাই,
তোমার পিয়াসা মোরে করেছে পিয়াসীরে;
তুমি ছুটে আস পাশে— তাই চেয়ে থাকি আশে,
অধরে ধরিয়া সুধা হৃদে ক্ষুধা রাশিরে।
তুমি নত হ'য়ে আহা গ্রহণ করিলে তাহা,
আমারে তুলিয়া নিলে তব সমভূমি রে
তাই না তোমার গলে এ ভুজ-মালিকা দোলে,
বুকে বুক দিয়ে আমি তাই বলে 'তুমি' রে।

*　　*　　*

ছুটিয়া ছুটা'য়ে মোর মনের আগল-ডোর
পাগল! আমারে তুমি করিলে পাগলরে,
জ্বলি' জ্বালি' বনে বনে তুমি বিহারিছ মনে,
আমারে করেছে প্রাণ তব দাবানল রে।

অলস অবশ সম আজি এ মানস মম,
জড়া'য়ে রয়েছি যেন স্বপনের ঘোরে রে,
কি করি কি ভাবি মিছু— বুঝিতে পারি না কিছু—
কি যাদু করিলে তুমি ভুলিলাম মোরে রে।
তুমি যে আমার তরে হও ক্ষুদ্রতর ওরে
আমাতে পুরিতে চাও তোমার সকল রে ;
তুমি যে আপন সুখে এলে এই ক্ষুদ্র বুকে,
হেলায় পরিলে পায় এ ক্ষীণ শিকল রে।
ভুলে ভাবি, পেতে ফাঁদ আমি ধরিয়াছি চাঁদ
আমার এ দীনহীন গোষ্পদ কোলে রে ;
তাই ল'য়ে মেতে থাকি, ভুলে যাই এ যে ফাঁকি
শুধু মায়া শুধু ছায়া—ওই যাহা দোলে রে।
তাই হাসি তাই কাঁদি তাই প্রেম-ডোরে বাঁধি
ভালবাসি তাই বলি আমার আমার রে ;
তাই মান অভিমান এ গরব হেলা ভান
তোমাতে পাতিতে চাই চির-অধিকার রে।
ক্ষমিও ক্ষমিও, প্রভু, ব্যথা যদি দিই কভু
নরম মরমে তব করুণতা মাখারে ;
আমার কি সাজে নাথ, ধরি ও দু'খানি হাত
পাশে ব'সে হেসে হেসে 'সখা' ব'লে ডাকা রে।

মনে মনে

মনে মনে তুমি আমার মনের মত সই,
মনে মনে তোমার কানে মনের কথা কই।
ভোরের বেলা তোমার সনে
কুসুম তুলি কুসুম-বনে,
সন্ধ্যা বেলা জলকে চলি
তোমার পাশে রই।

শাওন ঘন গহন নিশা আমি তোমার সাথে,
তোমার বুকে বুকটী পাতি চৈত্র মধু-রাতে।
স্বপনে বা জাগরণে
তুমি আমার মনে মনে
তোমার মধু পানে বধূ
তিলেক বাধা কই ?

কা'ল ও আজ

কা'ল পরে নি বালা কণ্ঠে মালা
তিলেক বাধা ডরিয়া,
আজ তা'হ'তে মোরে পৃথক ক'রে
নিখিল গিরি দরিয়া।

কা'ল না হ'তে সাঁজ করেছে সাজ
সেরেছে কাজ একাটী
আজ পোহাল' রাতি নিবিল বাতি
তবু না মেলে দেখাটী।
কা'ল নিখিল ধরা আড়াল-করা
ছিল সে রূপ লবণি,
আজ তাহার পাছে ফেলিয়া আছে
আঁখির আগে অবনী।

তুমি ও আমি

তুমি গিরি-নির্ঝরিণী উতল উছল,
আমি শঙ্খ লৌহ-বেড়ী নূপুর-উপল
পদে পদে বাধি ব্যথা বাজাই কেবল।

তুমি লক্ষ জ্যোতি-সূর্য্য রুক্ষ তেজ রাশি,
জলদ-অঞ্চল আমি রয়েছি গরাসি'
বঞ্চিত করিয়া লুব্ধ মুগ্ধ বিশ্ববাসী।

তুমি খর দীপ-শিখা দীপ্তির আগার,
আমি ছায়া সারা অঙ্ক করি অধিকার
তব দাহ হ'তে তোমা দিতেছি নিস্তার।

অকাল বসন্ত তুমি উদ্দাম অশনি,
আমি নন্দী বেত্রপাণি উদ্যত—তর্জ্জনী
'চপল হ'য়ো না' বলি পরমাদ গণি।

তুমি আত্মহারা মুক্ত মনের পিপাসা,
কর্ত্তব্য—কঠোর আমি দুর্ব্বার দুর্ব্বাসা
ল'য়ে আসি বিধাতার রোষ বজ্রভাষা।

তুমি বিশ্ব-সংহারিণী শক্তি দিগম্বরী,
আমি ভোলা—মত্তপদ দুটী বক্ষে ধরি'
ভুলা'য়ে রেখেছি মোহ-মন্ত্রে শান্ত করি।

সাথী

সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপার হ'তে এসে
পক্ষীরাজের সওয়ার হ'য়ে রাজ পুত্তুর বেশে
করিনি ভাই জয়—
রাজকন্যা তোমার হৃদয়।
মোদের প্রেম যাদুকরের মায়া তরুর পারা
মায়া ছড়ির একটী ঘায় মুকুল মূল ছাড়া
এক নিমেষে অঙ্কুরিয়া করেনি নির্ব্বাক
ফুলে ফলে পল্লবেতে লাগিয়ে দিয়ে তাক।
এসেই হেসেই অনায়াসেই লুকিয়ে পরিচয়
করিনি ভাই জয়
খেলানা সম তোমার হৃদয়।

এ তরু ভাই অনেক দিনের অনেক কালের রোয়া
অনেক হাসির আতপ-তাপা অনেক অশ্রু-ধোয়া ;
শিকড় গেছে চ'লে
অনেক ধূলো অনেক মাটীর তলে।
শিয়র দিয়ে গিয়েছে ব'য়ে অনেক ঝড় বায়ু,
অনেক ডাল ভেঙেছে যার ফুরিয়ে গেছে আয়ু,
অনেক মিথ্যা মোহমায়ার ঊর্ণনাভের জাল
ছাপ হয়েছে ছেপে ওঠা পরগাছা জঞ্জাল ;
যা' আছে তা' সত্য হ'য়ে।—কোন্ পাতালের কোলে
শিকড় গেছে চ'লে
অনেক ধূলো অনেক মাটীর তলে।

যখন তোমায় চাই নি আমি তখনো হে প্রিয়ে !
কল্প-লোকের চূড়ায়—চূড়ায়—সোনার চুমা দিয়ে
লুকিয়ে ছিলে তুমি
কোন্ তুহিনের অগম মন-ভূমি।
তোমায় দিতে কাতর মালা চেয়েও নেছ গলে
কিম্বা হেসে কিম্বা কেঁদে কিম্বা কেড়ে বলে।
আজ ভাবি তাই কেমন ক'রে জড়িয়ে দিলে ফাঁসি
সেই মালা সেই কাড়াকাড়ি সেই কাঁদা সেই হাসি !
খেলাঘরের ধূলির মাঝে তোমার অন্তরালে
লুকিয়ে ছিলে তুমি
কোন্ তুহিনের অগম মন-ভূমি।

মোদের ভালবাসার 'পরে উষার রাঙা আঁখি
নীল আকাশের গভীর স্নেহ অচিন বন-পাখী
নিত্য নবীন সুর—
ভালবেসে ঢেলেছে প্রচুর।
গিরি-কোলের নীরবতা নদীর—কলস্বরে
শ্যামল মাঠের উদারতায় বনের মরমরে
বাদল-দিনের বরিষণে মেঘের গুরুরবে
অলস মনের অবশ কল্পলোকের মহোৎসবে
মুক্ত সতেজ করুণ সে যে সহজ সুমধুর
নিত্য নবীন সুর
অনায়াসে লভিয়া প্রচুর।

ভাই ব'লে তাই ডাকার একার আমার অধিকার
তুচ্ছ অতি উচ্চ অতি প্রাণের অধিকার।
আশৈশবের সাথী!
কোথায় বল আসন তোমার পাতি?
তোমার আসন নয় অমরার মানস সরোবরে
মুগ্ধ হিয়ার কুহকগড়া কনক পদ্ম 'পরে,
তোমার আসন নয় নরকের ভোগের উপবন
লালসারি অনল ঘেরা সোনার সিংহাসন।
খেলাঘরের ভাগী আমার ধূলায় পরিচিত
প্রাণের চিরসাথী!
এই ধূলাতেই আসন তোমার পাতি।

হাত

সুডোল নিটোল হাত দু'খানি—আঙুল ক'টী চাঁপার কুঁড়ি
দখিন হাতে একটী শাঁখা—বামে একটী সোনার চুড়ী
আর কিছু না—শুধুই চিনি ওই দুখানি হাতের সুধা
নিত্য মোরে অমর করে নিত্য আমার মিটায় ক্ষুধা।
লক্ষ্মী যেদিন উঠেছিলেন অমৃতেরি ভাণ্ড হাতে,
ওই হাতেতে বেটেছিলেন অন্ন তিনি সবার পাতে।
ওই হাতেরি মকরন্দে মেতেছিলেন দিগম্বর,
দেবাসুরে দ্বন্দ্ব—যাহা চল্‌ছে আজো নিরন্তর।
ওই হাতেরি সুধার ছিটে পায়নি ব'লে মর্ত্তবাসী
ঘোচেনি তার জরামরার দৈন্য—আছেই উপবাসী।
জরামরা ক্ষুধা হারী সুধা ব'লে নেইক কিছু,
চাঁদের গুহায় গুপ্ত আছে—কল্পনা সে নেহাত মিছু।
সুধা সে হয় হাতের গুণে শাকান্ন সে পরম সুধা,
প্রমাণ তাহার আছেন বিদুর খুদে মিটান হরির ক্ষুধা।
হাতের দোষে অরুচি হয় লুচি কোর্ম্মা কাবায় শূলে,
অন্নপূর্ণা—দুয়ারে তাই ভিখারী শিব আছেন ভুলে।

সুডোল নিটোল হাত দুখানি আঙুল কটি চাঁপার কুঁড়ি
দখিন হাতে একটী শাঁখা বামে একটী সোনার চুড়ী।
আর কিছু না—শুধুই চিনি ওই দুখানি হাতের সুধা
নিত্য মোরে অমর করে নিত্য আমার মিটায় ক্ষুধা।

বাজেনা তায় নিলাজ কাকন অহরহই আচম্বিতে
মান অভিমান সোহাগ-লীলা-ছলাকলার কি ইঙ্গিতে।
মৌন তাহার মহান বাণী, সেবার মাঝে লুকিয়ে শোভা
সেবা-চপল শীতল মধুর নয়ন মন মরম-লোভা।
শ্রান্ত শিরের নামায় বোঝা, আচল দিয়ে মুছায় জ্বালা,
জ্যোছনা রাতে ওই হাতেতে কণ্ঠে আমার পরায় মালা।
সিনান শেষে ওই হাতেতে তুলসী মূলে সলিল ঢালে,
কুটীর আঁধার হরণ করি' নিত্য সাঁজের দীপটী জ্বালে।
আঁধার রাতে প্রদীপ হাতে গহন মাঝে দেখায় পথ,
নিচল হ'তে উচল যেতে পিছল পথে ধরে সে হাত।
ওই হাতেরি হাতছানিতে টান্‌ছে মোরে স্বমুখ পানে,
ওই হাতেতে বাজায় বাঁশী নিত্য মধুর আমার কানে।

গীত-গোবিন্দ

ওগো জয় দেব কবি!
অজয়ের কূলে বসিয়া বিরলে
হেরিলে স্বপনে কিবা সে গোপন ছবি!
হেরিলে বিহ্বলা মাধবী যামিনী—
জ্যোছনা মাখিয়া গায়,

হেরিলে যমুনা উজল উছল
নব শাল দল তাল তমাল
নীপনিধুবন-তল ঝলমল
তীরে তীরে শোভা পায়।

উঠেছে চন্দ্র : সান্ধ্য গগন
বিশ্বভুবন তন্দ্রা-মগন,
বৃন্দা-বিপিন সুন্দরী ভালে
সিঁদুর-বিন্দু তায়।
হেরিলে ললিত লতিকা-পুঞ্জ
কোকিল-কূজিত মালতী-কুঞ্জ
মৃদুল সমীর,—ভ্রমরা-গুঞ্জ
ভাসিয়া আসিছে তায়।

ভেসে আসে মাধবিকা-পরিমল
মালতী-যূথিকা-সুরভি-তরল,
মুকুলিত চূত ফুল নিরাকুল
বকুল-কলাপ-গন্ধ।
চকিতে বাজিয়ে-উঠিল বাঁশরী
কি মধুর সুরে আ মরি আ মরি
গোকুলের কুল কী আকুল করি'
উঠিল উদার ছন্দ।

বাঁশরী বাজিয়া উঠিল চকিতে
কি ব্যথা তিয়াষা জাগাইয়া চিতে,
হৃদয় তন্ত্রী আঘাতি' নিভৃতে
বাজিতে লাগিল বাঁশী :

কাঁপিয়া উঠিয়া নব-নীপদল,
হরিণীর আঁখি হ'ল চঞ্চল,
উজান বহিল যমুনার জল,
জোছনা উঠিল হাসি'।

মানুষ কখনো শোনে নাই যাহা
শুনিলে তুমি সে বাঁশী,
হে কবি, হেরিলে হেরে নাই যাহা
কখনো মরত-বাসী।
হেরিলে উতলা দলে দলে
মিলিছে যুবতী নিধুবন-তলে
দিতে দেবতার চরণ-যুগলে
যৌবন-মন-ডালি।

হেরিলে হরষে মণ্ডল 'পর
কুণ্ডল-যুত গণ্ড-শ্রীধর,
চন্দন-চর্চ্চিত কলেবর
পীতবাস বনমালী,

হেরিলে সে গূঢ় লীলা অপরূপ
জনম জনম সুকৃতি—স্বরূপ,
তনুমন প্রাণ রমণীর রূপ
কেমনে সফল হয়;
হেরিলে হরির হসিত বয়ান
লাজ-নিমীলিত নলীন-নয়ান
অরুণ-গণ্ড বিহ্বল বসন
তরুণ সুষমা চয়।

হেরিলে নিভৃতে যমুনার তীরে
মঞ্জু বেতস কুঞ্জ-কুটীরে
বসিয়া আঁধারে সুধীর সমীরে
দীনা হীনা রাধিকারে ;
পাতি' কিশলয় কুসুম-শয়ন
চাহে দ্বার-পথে চকিত নয়ন,
বিষাদ নামিছে ঘিরিয়া বদন
নিরাশ অন্ধকারে।

অবিরল ধারে ঝরিয়া নয়ন
তিতায় বসন—তিতায় ভূষণ
গলে পয়োধরে—উশীর-লেপন
চারু মৃগমদলেখা ;
ইন্দু-কিরণে ক্ষরিছে অনল
চন্দন-লেপে ঢালে হলাহল
শুকায় কোমল কুসুমিকাদল
বিরহ-নিশাসে একা।

বিলাপিছে কভু হতাশে নিরালা,
গত কথা স্মরি' কভু কাঁদে বালা,
কভু জেগে ওঠে হিংসার জ্বালা,
জ্ব'লে পুড়ে যায় বুক।

পাগলের পারা করে হায় হায়,
কভু আশা-বাণী কাণে কাণে কয়,
ওড়ে যদি পাখী—খসে পত্র চয়—
অমনি তুলিছে মুখ।

কখনো মুখর ত্যজি' মঞ্জীর
তিমিরে লুকা'য়ে চলেছে অধীর,
আঁধার বরণ পরি' নীলচীর
শ্রীহরির অভিসারে ;
চলিতে পারে না স্খলিত চরণা
লুটায় ধরায় বিগত চেতনা,
তুমিও হে কবি, ভুলিলে আপনা
স্বপনে হেরিয়া তা'রে।

তুমি পরি' কবি, দূতী-বেশ বাস
চলিলে ত্বরায় শ্রীহরির পাশ,
শ্রীরাধার দশা করিয়া প্রকাশ
কহিলে রহসি ডাকি',
শুনিতে শুনিতে সে কথা বিরলে
জ্বলিল হৃদয় অনুতাপানলে,
দ্রব হ'ল চিত, ভ'রে গেল জলে
বিশাল নলিন-আঁখি।

মধুর বচনে তুষিয়া সবায়
যুবতীর দলে করিয়া বিদায়
অনুসারি' হরি চলেন তোমায়
গহন কানন মাঝে ;

নিশীথ-গগন প্রাঙ্গন ভরি'
রাধা নামে সাধা বাজিছে বাঁশরী,
সুপ্ত বিপিন উঠিছে শিহরি'
উদাস বাঁশরী বাজে।

কুটীর-দুয়ারে দাঁড়াইতে শ্যাম
শ্রীরাধার হৃদে উথলিল মান,
বসিল কুপিতা ফিরায়ে বয়ান
গঞ্জনা দিল রুষি'
তুমি আসি' পাশে হসিত আননে
ভাঙি' অভিমান মধুর বচনে
রোষ-মলা লেষ মুছিলে যতনে
বালিকার মন তুষি'!

ওগো কবি! তুমি সুনিপুন করে
মনোহর সাজে সাজা'লে বালারে,
ও রাঙা চরণ রাখি' হিয়া 'পরে
অলক্তে করি' আলা
মণি-মঞ্জিরে শোভিলে চরণ
কাঞ্চির দামে গুগুরু যঘন,
গর্ব্বিত বুকে দোলা'লে কেমন
তরল মুকুতা মালা!

আঁকিলে বিরলে স্তন সুবিমল,
উজ্জ্বলি' দিলে চোখে কজ্জল,
রঞ্জিত করি' দু'টী পাণিতল—
খুলে দিলে কেশপাশ;

অগুরু ও ধূপে সুবাসিত করি'
বিনা'য়ে বানা'লে মোহন কবরী,
যূথিকার মালা পড়িল আবরি—
পরা'লে চিকণ বাস।

প্রথম মিলন-সচকিত মন
লজ্জা-জড়িত কম্প্র চরণ,
বালারে লইয়া চলিলে তখন
মাধবের মন্দিরে।
প্রসন্ন শ্রীহরি দিলা পুরস্কার
রাধা নামে সাধা বাঁশী আপনার,
সম্ভ্রমে তা'রে রাখি' শির 'পর
তুমি চ'লে এলে ধীরে।

আসিয়া বাহিরে বসি' দ্বার 'পরে
দেবতার বাঁশী রাখিয়া অধরে
বাজা'লে আ মরি আপনা পাশরি'
বাজা'লে নিবিড় সুখে;
সে গান শুনিয়া আকুল হরষে
মজিলেন হরি রাধা-প্রেম রসে,
শ্রীরাধা এলা'য়ে পড়িল আলসে
নাথের উদার বুকে।

ভরি' মন্দির—মন্দ আঁধার
ভরিয়া কুঞ্জ সুখে
ভরিয়া চৈত্র-নিশীথ-গগন
জল-কল্লোল উছল পবন
ভাসিয়া চলিল কবির স্বপন
বিশ্ব-বেদনা মুখে।

শুনিল বিরহী বিরহ-শয়নে'
শুনিল প্রণয়ী প্রণয় স্বপনে,
আধো-শিহরণে ঘুমে জাগরণে
পশিল মরত-কাণে।
উড়িল সে সুর জলদের কোলে,
ডুবিল সে সুর জলধির তলে,
বিষাদে মুদিল সুখে উথলিল
মানবের প্রাণে প্রাণে।

শ্রীরাধা-মাধব অন্তরে চির
মাতোয়ারা প্রেম-রসে,
ওগো কবি! তুমি বাজাইছ বাঁশী
একেলা দুয়ারে ব'সে!
কভু ত্যজিবে না কিশোর কিশোরী,
কভু থামিবে না তোমার বাঁশরী,
মানব-হৃদয়ে উঠিবে লহরী
নিত্য নূতন ছলে।

কভু ফুরা'বে না এ মধু যামিনী,
এ বৃন্দাবন এ গোপ-কামিনী,
কভু ভাঙ্গিবে না এ স্বপন খানি
চমকি' নয়ন-জলে।
ওগো ও মুগ্ধ কবি,
থামিবে না তব স্বপন-বাঁশরী
ভাঙিবে না এই ছবি।

লোচন-লোরে তিতল বয়ান
কান্দিয়া কহত কাতর কান
কো'ধনী মোর হরল জ্ঞান
হরল মোহন বাঁশরী।
বুঝিনু ভরমে কুসুম সাথ
স'পলু বাঁশী কাহারু হাত
কাহা লুকা'ল না কহি' বাত
চিত অথির সুন্দরি॥

আর না সোহি বাঁশরী সাধা
বাজব রাধা রাধা রাধা,
আর না রাধা ঠেলই বাধা
ধাওব বেকুল কিশোরী।

আর না যমুনা-পুলিনে বসি'
গোপীক আঁচর পড়্ব খসি'
গাগরী রঙ্গে যাওব ভাসি'
নাচই তরঙ্গ উপরি।

আর না মধু-যামিনী ভরি'
বৃন্দাবন মুখর করি'
উজান বহই যমুনা-বারি
উঠব সুরব-লহরী।

আর না আওব বরজ-বধূ
বক্ষ ভরই পীরিতি-মধু,
পিয়া'তে গোপন পরাণ-বঁধু
কুলমান লাজ পাশরি'

কুসুম-ভূষণ ভূষিত অঙ্গে
আর না মাতব রাস-রঙ্গে,
নাচব গাওব খেলবি সঙ্গে
বিজন বিপিন মুখরি'।

আর না ধনী শাওন রাতে
অঝোর ধারে বজর মাথে
বাহির হওব তিমির রাতে
অভিসার-বেশে আভরি'।

যমুনা-তটে বেতস-কুঞ্জে
একলি বৈঠ' আঁধার-পুঞ্জে
আর না চাহবি বিহগ-গুঞ্জে
সঙ্কেত পথ হামারি।

আর না উদার বাঁশরী তান
উদাস করব মানস-প্রাণ,
জীবন যৌবন করু উচাটন
আর না বাজব বাঁশরী।

মায়া নাগ-পাশ কবলিত মন
ব্যাকুল না হোই তোড়ই বাঁধন
গজই বিষে করব কাঁদন
আর না বাজব বাঁশরী।

জগজনমন করই হরণ
আনন্দ বারতা করই শ্রবণ
দেখই পাপ মুকতি-শরণ
আর না বাজব বাঁশরী।

মনমথ কহ কান্দিয়া রে
শ্যামের বাঁশরী হরল যে
হামে দূরল হরল সে
ধরার আনন্দ-লহরী।

বিদ্যাপতি

সংসারের এক প্রান্তে লোকালয় পারে
বিজন যমুনা-তটে ঘন বন আড়ে
তুমি রচিয়াছ কবি, নিভৃত নির্জ্জন
এ কি এ অপূর্ব্ব পুরী মধু বৃন্দাবন
প্রেমের বিলাস-কুঞ্জ ভোগের মন্দির!
নির্ব্বাসিয়া পাপ তাপ সুখ অশ্রু-নীর
ফুটাইয়া নিত্য নব বসন্তের হাসি
ছন্দে গন্ধে নৃত্য গীতে পুষ্পে রাশি রাশি
বিরল ভবন খানি রেখেছ ভরিয়া।
শুধু বিহগের পুঞ্জ অলি গুঞ্জ দিয়া
শুধুই জ্যোছনা ধারে বড় সাধ মনে—
মঞ্জুল মাধবী-কুঞ্জে কুসুম শয়নে
ধীর সমীরণে শুয়ে সেথা নিশি-দিন
প্রিয়া-সনে র'বে মেতে বিচ্ছেদ বিহীন
মিলন-আনন্দ-ঘন চির কেলি রসে।
একাগ্র আগ্রহে তাই অশ্রান্ত পিয়াসে
বুকে বুক মুখে মুখ নয়নে নয়ন
বাহুতে বাহুতে বন্দী চরণে চরণ
নিবিড় বেষ্টনে বাঁধি' দৃঢ় আলিঙ্গনে
ভুলি দেশ কাল বোধ অতৃপ্ত চুম্বনে
মিটাইতে রত দোঁহে দোঁহার পিয়াসা
সম্ভোগের সিন্ধু নীরে।

হায়রে দুরাশা।
হায় কবি, কেন তবু এ দীন ক্রন্দন?
যতই নিবিড় করি' বাঁধ না বন্ধন,
কেন শূন্য জেগে রয় ঘোচে না সংশয়
দূর—দূর বলি তবু কেন মনে হয়,
দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদো বিচ্ছেদ ভাবিয়া,
আধ তিল না দেখিলে যাও যে মরিয়া?
এ কি কথা—এ কি ব্যথা—কি বিষাদ সুর
অজানা কারণ লাগি চিত্ত ভরপুর!
সহসা উঠিছে বাজি সাহানার তানে!
মিলনের মধু-কুঞ্জে মালতী-বিতানে
বিরহের রবি-রশ্মি কেন উঁকি দেয়
ওগো মুগ্ধ কবি, এক অতর্ক হাওয়ায়?
মিলন মিলায় কেন মিলিতে মিলিতে—
শুধু জেগে রয় স্মৃতি হৃদয়-বেদিতে?
অন্তরের অন্তস্থলে সমস্ত স্বপন
স্বপনে মিলা'য়ে যায়, মনের গোপন
আঁধারে লুটা'য়ে কাঁদে অতৃপ্ত বাসনা
কঠিন মন্দির মূলে মাধবী জ্যোছনা
ঢালে হলাহলধারা, পত্রপুষ্প হার
বক্ষস্থল দংশে কাল সাপিনী আকার
লজ্জা দেয় সাজ সজ্জা বসন ভূষণ।
সাধের মন্দির ত্যজি অভুক্ত শয়ন

ভাসায়ে যমুনা-জলে তিতি আঁখিনীরে
কোথায় ছুটিছ আজি গহন তিমিরে
অঝোর এ ভাদরের বাদর ধারায়,
ঘন দেয়া গরজনে অশনি মাথায়
কিসের সন্ধানে ? ফোটে কণ্টক চরণে,
ছিন্ন ভিন্ন হয় অঙ্গ, শ্রান্ত মন প্রাণ,
তবু কি বিরাম নাই—মেলে না সন্ধান ?
এসো বন্ধু কোথা' যাও ?—সে যে মরীচিকা-
সে যে বাসনার চির তৃপ্তি-হীন শিখা
জ্বা'লায়ে জ্বলিয়া চলে দিশি দিশি দিশি,
মনের বাসনা সনে সে যে রহে মিশি'
আপনা হারা'য়ে কে ধরিতে পারে তারে'
সে যে চির দিন কামনার সিন্ধু পারে
পূর্ণিমার পূর্ণ-ইন্দু হাসে নিজ পুরে
ভুবন-মোহিনী হাসি। নিম্নে বহু দূরে
সুধা-প্রতিবিম্বখানি ভাঙিয়া গড়িয়া
ভ্রান্ত ধারণায় ভাবি—হারা'য়ে হরিয়া—
অশ্রান্ত তরঙ্গ ভঙ্গে গর্জ্জে অনিবার
উন্মত্ত জলধি জল অতল অপার।
রূপ নেহারিয়া তাই জনম জনম
তিরপিত হায় কভু হয় না নয়ন।
লাখ লাখ যুগ রাখি' হিয়ায় হিয়ায়—
তবুও হিয়ার তাপ জুড়ন না যায়।

প্রিয়াকে পাইয়া পাশে মজি' প্রেমরসে
কত মধু যামিনী যে গোঙালে রভসে,
সে মধু যামিনী তবু আসিবে না আর।
এ জীবন বৃন্দাবনে খুঁজে মরা সার
ঘাটে বাটে বনে শূন্য কুঞ্জে কুঞ্জে তা'রে
সে বুঝি দাঁড়া'য়ে মৃত্যু-যমুনার পারে।

দুষ্যন্ত

ফেনিল আবর্ত্তময় আর্ত্ত উচ্ছৃঙ্খল
দূরে রাখি' নগরের ক্ষুব্ধ কোলাহল
মায়া-মারীচের পিছু ছুটিতে ছুটিতে
শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত পদে অবসন্ন চিতে
কোথা' কবে গিয়েছিনু, কোন্ তপোবন
পল্লব-প্রচ্ছায় শ্যাম নিভৃত গহন
মেলি' আলিঙ্গন খানি নিবিড় নিথর
কোমল কাকলী-স্বরে করুণ কাতর—
নীলিম নয়নে মোহ-অঞ্জন মাখিয়া
পথহারা পথিকেরে লইল ডাকিয়া
শান্তির শীতল নীড়ে। তাকাইয়া পিছে
যত যোজা যত বোঝা মনে হ'ল মিছে
জীবনের যতেক সঞ্চয়। ত্যজি' রথ
হিংসুক কার্ম্মুক অসি উষ্ণীষ উদ্ধত

হস্তী অশ্ব ঐশ্বর্য্যের দীর্ঘ পরিবার,
রাজ-সাজ লাজে দূরে করি' পরিহার
দীনবেশে সসম্ভ্রমে আনমিত শিরে
পুণ্য আশ্রমের দ্বার খুলি' ধীরে ধীরে
ধীরে ধীরে ডুবিলাম অরণ্যের বুকে
সর্ব্বাঙ্গ-অঞ্জলি ভরি' পান করি' সুখে
শান্তির শ্যামলী।

তখন পড়ি'ছে বেলা
আশ্রম-জননী বসি' রয়েছে একেলা
কখন্ আসিবে ফিরে বনান্তর হ'তে
তাপসের দল। জনহীন বনপথে
ঝিলি মিলি আলোছায়া করে জড়াজড়ি।
দুপাশে আনত হ'য়ে উঠিল শিহরি'
ফুটন্ত কুঁড়ির ভারে অগ্রলতাগুলি।
পত্র ঢাকা আশ্রমের গুপ্ত দ্বার খুলি'
আমি চলিলাম কোন কল্পনার দেশে
অলস স্বপন সম ভেসে ভেসে ভেসে'
অজানিতে মিলিতে কোথায়। যেন কা'রে
কি কথা দিয়েছি, তাই দীর্ঘ অভিসারে
যাত্রা করিয়াছি কবে, শ্রান্ত উপবাসী
এক পা এক পা করি' পড়িতেছি আসি'
পথ-শেষে সঙ্কেতের স্থানে।

সে তখন
মুক্ত করি' হৃদয়ের নিভৃত বসন
নিরালা সেচিতেছিল আলবালে বারি
—জীবন-দায়িনী সুধা ; কক্ষে ল'য়ে ঝারি
সে যেন ভ্রমিতেছিল বনের অপ্সরী
বিকলিত প্রাণ-যন্ত্রে কি মন্ত্র বিতরি'
কি প্রেরণা শিরায় শিরায়। নির্ণিমেখে
ক্ষণেক রহিল চেয়ে বিদেশীরে দেখে—
মনে পড়িল না কথা ; লুণ্ঠিত অঞ্চল
ত্রস্তে গুটা'য়ে ল'য়ে চকিত চঞ্চল-
চরণে চলিয়া গেল। যেন কতবার
কুরুবকে বেধে গেল বাকল তাহার,
কণ্টক ফুটিল পায়ে, শত মত ছলে
ফিরে ফিরে চেয়ে গেল, বনচ্ছায়া-তলে
সুধীরে মিলায়ে গেল—উধাও সমীরে
নিঃশ্বাসের মুখে ভাসি' দীন অশ্রুনীরে
ধারণার পর পারে ধেয়ানের কোলে।

•

তারপর মনে পড়ে কত শত ছলে
কতবার চলিয়াছি সেই পথ ধরি' !
দু'টী পাশে কতবার উঠেছে শিহরি'
ফুটন্ত কুঁড়ির ভারে অগ্রলতাগুলি ;
পত্র ঢাকা উদ্যানের গুপ্ত দ্বার খুলি'

(নাচিয়া উঠেছে বাহু) গুপ্ত অভিসারে
যাত্রা করিয়াছি কত। দেখিয়াছি তা'রে
লুকা'য়ে বনের ছায়ে। কত শত বার
নয়নে পড়ে'ছে মোর নয়ন তাহার,
পালা'য়ে গিয়েছি লাজে। আপনার মনে
সেছিল নিভৃত-মন-গগনের কোণে
সন্ধ্যার মরীচি—মেঘ সুদূর সুন্দর
সকরুণ অরুণ-ছটায়।

তারপর—

আসিয়াছে জীবনের মধ্যাহ্ন প্রখর
কর্ম্মহীন নর্ম্মহীন দীর্ঘ অবসর
উদাস অধীর। পশি' বিরস ঊষর
প্রিয়াহীন লতাকুঞ্জে নীরব নিরালা
পাশরিত মালতীর ম্লান শুষ্কমালা
তুলিয়া পরেছি কণ্ঠে। ব্যগ্র হিয়া 'পরে
কতবার চাপিয়াছি তৃষিত অধরে
ত্যক্ত মৃনালের বালা, নলিনী-শয়ন,
উশীর-চন্দন-লিপ্ত তপ্ত শিলাসন,
রক্ত দিয়ে হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন—
প্রণয়ের ভূর্জ্জ-লিপি। পশে'ছে শ্রবণ
আকুল ভ্রমর-গুঞ্জ, নিকুঞ্জের পিক
মুহুর্মুহু কুহুস্বরে ব্যপ্ত করি' দিক

সহসা ভুলেছে ডাকা। সে নাই—সে নাই,
পুড়ে পুড়ে খাক হ'য়ে, হ'য়ে গেছি ছাই।
তৃণে তৃণে জ্বলিয়াছে বিরহ-অনল,
আকাশের কক্ষে কক্ষে ছুটে'ছে গরল
উদ্বেলিয়া প্রদীপ্ত অতল।

তারপর
মনে নাই কত যুগযুগান্তের পর
কত সাধনার অন্তে এক দিবাশেষে
তা'রে পেয়েছিনু মোর সর্ব্বসিদ্ধি বেশে
অন্তিম পলকালোকে। সকল ভুলিয়া
ক্ষণতরে চেয়েছিনু; আসিব বলিয়া
পরক্ষণে এনু চ'লে—ছিল না সময়।
তাই আজি মাঝে মাঝে শুধু মনে হয়
জন্মান্তের কথা মম—দূরে অতি দূরে
কোথা' কোন্ চেতনার সুনিভৃত পুরে
আমার বিরহ বাজে। বিরহিনী প্রিয়া
একাকিনী বাম করে বাম গণ্ড দিয়া
বসিয়া রয়েছে দীনা কুটীর-দুয়ারে
ধীর প্রতীক্ষায়। ভুলিয়া গিয়েছি তা'রে।
ভুলে গেছি মৃদু ভীরু দৃঢ় পরশন,
মুহূর্ত্তের মৌন মন অনন্ত স্বপন
মিশিয়া গিয়াছে এবে। বাহিরের ডাকে
আঁচল বাধিয়া যাওয়া কণ্টকীর শাখে

মনে হয় কবেকার মনের বিকার !
কোথা' কা'র কালো ছিল দুটী আঁখি-তার !
কবে কা'র মুখখানি হাসিয়া হাসিয়া
সুধার ছুরিকা সম গিয়েছে বিন্ধিয়া
মরমের মাঝখানে ! ভুলেছি সে মুখ ;
শুধু সে পোড়েনি ক্ষত, জুড়ায়নি বুক,
ফুরায়নি মরম-ক্রন্দন। তবু জানি,
নিমেষে চিনিব তা'রে, আপনার মণি
হৃদয়ে টানিয়া ল'ব—যদি কোনো দিন
দুয়ারে দাঁড়ায় আসি' অতিথি নবীন
সেই পুরাতন হাস্যে রঞ্জিয়া অধর
সেই আঁখি দু'টী তুলি' বিহ্বল বিভোর।

আত্ম-সমর্পণ

আরেরে দিয়েছি দেহ তোমারে দিয়েছি প্রাণ,
আরেরে দিয়েছি কথা তোমারে দিয়েছি গান।
আরেরে দিয়েছি হাসি তোমারে নয়ন জল—
সিক্ত কোমল রক্ত ব্যথিত মরম-তল,
আরেরে দিয়েছি ধরা তোমা' পরে অভিমান,
আরেরে দিয়েছি দেহ তোমারে দিয়েছি প্রাণ।

আরেরে টেনেছি কাছে তোমারে ঠেলেছি দূর,
আরেরে দিয়েছি গেহ তোমারে মরম-পুর।
ফুল তুলি' গাথি' মালা জ্বালি' উৎসব বাতি
আরেরে করেছি রাণী কনক আসন পাতি,'
তোমারে দিয়েছি শ্রান্ত নিশীথ-স্বপনে স্থান,
আরেরে দিয়েছি দেহ তোমারে দিয়েছি প্রাণ।

আরে মোরে কোলে টানে কভু রোষে দেয় ঠেলি,'
তুমি শুধু চেয়ে যাও দীন আঁখি দুটী মেলি'।
কি নিঠুর নীরবতা কি এক করুণ ভুল
গভীর রহস্যমাখা বেদনায় তুল তুল,
জুড়ে' আছে আমাদের মাঝেকার ব্যাবধান,
আরেরে দিয়েছি দেহ তোমারে দিয়েছি প্রাণ।

বরষা-বিজয়

মেঘের পাছে মেঘ ছুটেছে গগনতলে
সঘনে দেয়া গরজে ঘন ঝিলিক জ্বলে।
তাই ব'লে কিলো যা'ব না জলে?
শূন্য আঁখে হতাস মনে বসিয়া র'ব নিরালা কোণে
হায়রে বারি-শূন্য ঝারি চাপিয়া কোলে?
বিফল আজি হ'বে এ বিকাল তাই কি ব'লে?
যা'ব না জলে?

আজি বদ্ধ ঘরে রুদ্ধ প্রাণ কেমনে বাঁচে ?
নিবিড় ঘন হেরিয়া মন- ময়ূর নাচে।
ছুটিব আজি পুলক-পাথে কলসী কাঁখে
বিজলী-পারা চকিতে হারা পথের বাঁকে।
আজি ছুটীব সুখে ঝড়ের মুখে বনের বুকে
উড়িবে আঁচল উড়িবে চিকুর
বাজিবে বলয় বাজিবে নূপুর ;
বাজাইব মেঘ-মল্লার সুর ত্বরিত তালে,
যাব' না জলে ?

চল্ চল্ সবে ছুটিয়া চল্
দলে দলে দলে জলদ দল !
কৌতুক-উজল চপল অঙ্গে নয়নে চপলা খেলিবে রঙ্গে,
সহসা সমর-রঙ্গে মাতি' সাহসে চল্।
আয় আয় ওরে ত্বরিতে আয় !
উড়া'য়ে ঝরা পাতার ধ্বজে দশদিক ওই আঁধারি রজে
আসি'ছে ঝড় করকা-শর হানিবে গায় ;
তরুর শাখা আছাড়ি' পাখা লুটাবে পায়।
ধাঁধিয়া আঁখি বিদারি' কান পড়িবে বাজ,
জ্বলিবে তালীবনের মাথায় অনল-তাজ।
ত্রাসে উল্লাসে শিহরি' সুখে ঝাপা'য়ে পড়িব তটিনী-বুকে
তটিনীর সাথে হ'ব পাগল উঠিব ছুটিব টুটি' আগল,
সাপিনীর মত আহত নীর ফুলিয়া ফঁপিয়া ছাপায়ে তীর

নৃত্য করিবে লহরীগুলি মেঘপানে ফণা শতেক তুলি' ;
সেই ফণাদল-মাথায় চড়ি' নাচিব রঙ্গে স সহচরী,
পিশাচের হাসে উল্লাসে ভরি তুলিব তান—
আজি পরাণ ভরি' বরষা-বারি করিব পান,
বাঁচা'ব প্রাণ।
আয় তবে দলে দলে !—
সঘনে দেয়া গরজে ঘন ঝিলিক জ্বলে—
তাই ব'লে কি গো যা'ব না জলে ?

কখন্ সন্ধ্যা আসিবে নামি' অন্ধকারে,
কখন্ বরষা যাইবে থামি' শ্রান্তি ভারে ;
আঁধার ভরা সে আঁধার বারি ভরি তনু মন ভরিয়া ঝারি
আঁধার বসন জড়া'য়ে দেহে আঁধার পথেতে চলিব গেহে
পঙ্কিল পথ পিছল অতি সাবধান পদে মৃদুল গতি ;
আঁকিয়া বাঁকিয়া ছুটিয়া জল কল্‌কল্ রবে বাহিয়া চল,
দাদুরী হরষে ফুলা'য়ে ছাতি গীত-উৎসবে উঠিবে মাতি,'
থাকিয়া থাকিয়া বরষা মাখা শ্বসিয়া হাওয়া ঝরা'য়ে পাখা,
সিক্ত মাটির সৌরভ ওঠে, আঁধারে নীপকুসুম ফোটে
দু'টী নীপ ল'য়ে পরিব চুলে—বরষা-বিজয়-পতাকা তুলে'
বিজয়ী নারী সকল সাহসিনী সেনাদল
চলি' যাবো মোরা সদল বলে—
আয় সবে তবে আয়রে চ'লে !

মেঘের পাছে মেঘ ছুটেছে গগন তলে—
তাই ব'লে কি গো যা'ব না জলে ?
বিফল হ'বে আজি এ বিকাল তাই কি ব'লে ?
যা'ব না জলে ?

পাপ

সত্য কি স্বপনে
একদা গভীর রাতে
সে এল গোপনে !
শুধু হর্ষ স্পর্শরূপে
দেখা দিল চুপে চুপে
আঁধারের আবরণে ঢাকা
অদর্শন পাপ,
লাজে ভয়ে শিহরিয়া
তাই যাই নি সরিয়া,
দেখি নাই আলিঙ্গনে তা'র
কলঙ্কের ছাপ।

বরষের পিপাসিত ধরা
ঝর্ ঝর্ রবে
নিবিড় বরষা ধারে
ডুবাইয়া আপনারে

সে রাতি মাতিয়াছিল যেন
গানের উৎসবে।
ভাবিলাম এই ভুল—
এ এক হাওয়ার ফুল—
নেই রূপ নেই এর মূল—
অলস স্বপন ;
ভাবিলাম ?—ভাবনার কোথা'
সময় তখন ?

দিবালোকে সর্ব্বাঙ্গ চাহিয়া
লাজে ভয়ে হারা—
জগতের পথ হ'তে লুকাইতে কোনোমতে
কি করিব কোথা' যা'বো ওগো,
তাই ভেবে সারা।

ধু'য়ে দিল সর্ব্বাঙ্গ সলিলে
সর্ব্ব অঙ্গে ঢালি' ;
কিন্তু তা'র অন্তস্থলে শিরায় শিরায় চলে
নাড়ীতে জড়িত দ্রুত-চারী
শোণিতের কালী।

অবশেষে মূরতি ধরিয়া
উঠিল সে ফুঁড়ি'
অতি কাঁচা নিরমল অসহায় অশ্রুজল—
নন্দনের অমৃত-বাসিত
মন্দারের কুঁড়ি।

তবু তীব্র—অতি তীব্র সে যে
একান্ত আমার :—
সে যে মোর অভিশাপ চির-লজ্জা চির-পাপ
ক্ষীণকণ্ঠে বজ্রের নির্ঘোষে
করিল প্রচার।

শিহরিনু সভয়ে, নিমেষে
কম্পমান করে—
আটিয়া বজ্রের মুঠি চেপে ধরিলাম টুঁটি,
সে কণ্ঠ নীরব হ'ল আহা
চিরকাল তরে।

* * *

তারপর— বুকচিরে লুকা'য়ে নীরবে
বুকচেরা ধন
অশ্রুহীন মূক শোকে বুকে জ্বালা চিতালোকে
চুপে চুপে অতি চুপে তা'রে
করেছি দাহন।

অহর্নিশ আমারে বেড়িয়া
চিতাগ্নির মালা :
পুড়িয়া না পোড়ে ছাই, জ্বালাইতে জ্ব'লে যাই,
কোথা' মৃত্যু—আরত পারি না,
জ্বালা—বড় জ্বালা।

দলিতা

ধূলার মাঝারে কুড়া'য়ে পেয়েছি চলিতে চলিতে পথে,
কেহ পদতলে দলিয়া গিয়াছে কেহ পিষে গেছে রথে।
খসিয়াছে দল ঝরিয়াছে সুধা,
ফেলে গেছে হেলে মিটে গেলে ক্ষুধা,
কেউ ত তাহারে চাহে নাই সে যে ভেসেছে লালসা স্রোতে

কামনা-অনলে ইন্ধন ঢেলে রূপ তার মনলোভা
গিয়েছে জীবন গেছে যৌবন দেব-দুর্লভ শোভা।
তবু মনে পড়ে ছিল একদিন—
অমল-ধবল কমল নবীন,
কে তা'রে টানিয়া আনিল হেথায় ছিঁড়িয়া বৃন্ত হ'তে ?

কোন্ উৎসবে সেজেছিল সাকী একটি রজনী তরে
কুমারী বুকের অমথিত মধু ভোগের অধরে ধ'রে।
থামি, উৎসব—নিভে গেল আলো,
ছুটে' গেল নেশা—দেখে সব কালো,
ক্ষত বিক্ষত রক্ত-লেপিত পড়িয়া রয়েছে পথে।

সকলে মিলিয়া দলিয়া মথিয়া তুলিয়াছে হলাহল,
আবিল ক'রেছে মরণ বরণ সুধাধারা নিরমল।
পরম ঘৃণায় বসি পদতলে
করিয়াছে পান সেই হলাহলে,
ততই মজেছে যতই ত্যজেছে—স'রে গেছে দূর হ'তে।

নরক ?

এ নরক তবে কে করে সৃজন ? কে করে প্রথম পাপ ?
অশুচি কি কভু ঘোচে না মুছিলে—ধু'লে না জুড়ায় তাপ ?
কেহ সখা সম তা'রে ধীরে ধীরে—
সাবধানে টেনে তুলিলে না তীরে
হাতখানি ধরি' আপন দরদে পিছল উচল পথে ?
ধূলার মাঝারে কুড়া'য়ে পেয়েছি চলিতে চলিতে পথে,
কেহ পদতলে দলিয়া গিয়াছে কেহ পিষে গেছে রথে।
হে ভগিনি ! আমি তোরে বুকে ক'রে
নিয়ে যাবো মোর আপনার ঘরে,
আমি ত দেবতা নহি ত্রিদিবের, দোষী আমি শত মতে।
মূক তব বুক-গলানো বেদনা বুঝি আমি নিজ বুকে,
ধু'য়ে দেব সব পাপ-তাপ জ্বালা দরদের ধারে সুখে।
এ কথাটী কভু ভুলিবার নয়—
তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ নয়,
আমিও হতেম তুমি, তুমি আমি পড়িলে অপর পথে,
কেহ পদতলে দলিয়া যাইত—কেহ পিষে যেত রথে।

এখনো

এখনো পড়েনি হৃদয়-কুসুম ঝ'রে
এখনো মলিন হয়নি মালিকা করে,

এখনো নয়নে ঘোচেনি আবেশ,
মোছেনি পরাণে পিরিতির রেশ—
যায়নি সময় স'রে।
স্বপনের মাঝে এখনো স্মিরিতি হায়
থাকি' থাকি' থাকি' উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যায়,
এখনো শিথানে জ্বালি' দীপ-শিখা
ভুলে' চেয়ে থাকে বাতায়নে একা,
যামিনী জাগরে যায়।
এখনো মেটেনি মেটেনি প্রাণের ক্ষুধা,
এখনো আঙুলি' বসিয়া রয়েছে সুধা ;
এখনো মলয় করে আনাগোনা,
অলি গুন্ গুন্ বুঝি যায় শোনা—
বহেনি তুহিন বায়।
আকালে দেবতা গিয়েছে দেউল ছাড়ি'
ধূপ-দীপ-বাসে এখনো 'মোদিত বাড়ী ;
এখনো মুদিয়া রয়েছে নয়ান,
ধারনা গিয়েছে ভাঙেনি ধেয়ান—
ভেঙ্গনা নিঠুর ঘায় :
এখনো ঝরেনি হৃদয়-কুসুম হায়।

শবরী

ধরণী যখন তরুণী ছিল দীর্ঘ রজনী শেষ,
পরাণে আছিল স্বপন আবেশ নয়নে স্বপন-রেশ,
অরুণ-কিরণে রঙীন গগন স্নিগ্ধ সতেজ মন,
কুসুম-গন্ধে বিহঙ্গ গীতে মুগ্ধ কানন-বন,
সাজাইয়া ডালা গাঁথি ল'য়ে মালা বসিয়েছিলেন একা
দিবস-যামিনী হে হৃদয়স্বামী ! তখন দেওনি দেখা।
এলে নাক তুমি অমল-কমল-শুভ্র শারদ প্রাতে
পিক-কুহরিত মলয়া-বীজিত ফুল্ল মাধবী রাতে,
ঘন বরষায় ঘোর তমসায় কেন গো আসিলে আজি ?
শবরীর সাধ পড়েছে যে ঝরি' শূন্য হয়েছে সাজি।

বিদায়ের বেলা কোন্ সে অতীতে মনে নাই সে যে কবে
কানে কানে গুরু ক'য়ে গিয়েছেন বজ্র গভীর রবে,
"শবরী, তোর এ পর্ণ কুটীরে আসিবে জগৎ-পতি,
তিলেক এ ঠাঁই যেয়োনা ছাড়িয়া ব'সে থাক এক মতি।"
সেই হ'তে প্রাণে সতত বাজিছে—ব'সে আছি এক মতি।
"আসিবে আসিবে শবরী তোর এ কুটীরে জগৎ-পতি।"
ধু'য়ে মুছে তাই মন্দিরখানি নতি করি শতবার
বন ফল মূলে অর্ঘ্য সাজা'য়ে প্রতি দিন গাঁথি হার !

ঘসিয়া মাজিয়া যৌবনখানি সাজা'য়ে রেখেছি দেহ,
আসিবেন হেথা জগতের পতি—সামান্য নহে কেহ।
সারাটী দিবস বসিয়া রয়েছি দুয়ারে পাতিয়া কান,
পাতাটী খসিলে পাখীটী ডাকিলে চমকি' উঠেছে প্রাণ।
শতবার করি তাকাই বাহিরে নদীপারে বনশিরে
গুরু গুরু ধ্বনি ওই বুঝি শুনি—রথধ্বজা হেরি ফিরে!

আমার কাণ্ড দেখিয়া কেহবা হাসিয়া গিয়াছে চ'লে,
কেহ গরবিণী, কেহ অভাগিণী, কেহ উন্মাদ ব'লে।
কেহ বা কয়েছে—"শবরী, তুমি যে চণ্ডাল হীনমতি,
তোমার কুটীরে আসিবেন রাম—স্পর্দ্ধা এ বড় অতি।"
কেহ বা কয়েছে—"শবরী, তুমি যে কুৎসিত কদাকার,
জগতের নাথে ডাকিতে তোমার কিবা আছে অধিকার?"
কেহবা কয়েছে—"শবরী, কেন এ যৌবনে যোগব্রত,
অনাদরে হিমে শুকায়ে যেতেছ বনের কুসুম মত?"
হে হৃদয় রাজ! কহিতে কি লাজ? ভেবেছিনু বুঝি আমি
আমার তপেতে রূপেতে তোমায় টানিয়া আনিব স্বামী।

দিনের পিছনে গিয়েছে রজনী, রজনী পিছনে দিন,
মাসের পিছনে চ'লে গেছে মাস, বরষ হ'য়েছে ক্ষীণ।
ক্ষীণ হ'য়ে গেল যত আশা—তত যৌবন হ'ল ক্ষীণ;
দলগুলি ধীরে পড়ে' গেল ঝ'রে লাবণ্য হ'ল লীন।

বরষের পিছে গিয়েছে বরষ, যুগ গেছে যুগ পরে'
আজো আশা-বোঁটা রয়েছি আকড়ি' এখনো পড়িনি ঝ'রে

দেহে নাই সেই বয়সের তেজ, বুকে নেই সেই বল,
নেই সে মনের অদম শকতি মধুগত-শ্লথদল।
গেহখানি তাই পড়িছে খসিয়া সদা করে টলমল,
পারি না ইহারে বাঁধিয়া রাখিতে-চোখে আসে শুধু জল।
গোদাবরী হ'তে কমল তুলিয়া ভরিতে ফুলের সাজি
আগ ডাল হ'তে বাছা ফুল ফল পাড়িতে পারি না আজি।
কি দিয়ে তোমারে তুষিব হে প্রিয়, এলে না থাকিতে দিন,
আজিকে আঁধার ঘেরে চারিধার দৃষ্টি হয়েচে ক্ষীণ।
চির বাঞ্ছিত চির বঞ্চিত কল্পিত রূপধারা—
চির আরাধ্য দেবতারে হেরি' হইব আত্মহারা?
এস শবরীর হৃদয়-দেবতা, হৃদয়ে এস হে তা'র,
শবরী দেখিবে মিলা'য়ে তোমারে সহিত কল্পনার।

৬

যে রূপ হৃদয়ে ভাবিতে ভাবিতে ঘুমা'য়ে পড়েছি রাতে,
যে রূপ নয়নে উঠেছে ভাসিয়া সহসা জাগিয়া প্রাতে,
যে রূপ হেরেছি শয়নে স্বপনে নিদ্রা কি জাগরণে,
যে রূপ মূরতি ভেঙেছি গড়েছি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে,
যে রূপ ফুটেছে নীহারিকা সম কুমারী হৃদয়াকাশে,
কৈশোস্ফুরে অট কামনায় ঢাকিয়া রেখেছি বাসে

যে রূপ যৌবনে নিখিল ভুবনে বুলা'ল রঙের তুলি
ছড়া'ল আকাশ বাতাশ ভরিয়া ফাগ্‌গুগ্‌গুল গুলি,
শশী তারকায় নীলাকাশ গায় যে রূপ পড়ে'ছে ঝরি'
শ্যামল কোমল কান্তার কোলে যে রূপ রয়েছে ভরি,'
কুসুমে ফুটিছে তড়িতে ঝলিছে ছুটিছে নদীর ধারে
মলয়ার দোলে নাচিছে যেরূপ হাসিছে রবির করে,
প্রভাতে যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়া প্রদোষে যেতেছে মুছে
প্রদোষে যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়া প্রভাতে যেতেছে ঘুচে,
মানস-কমলে মূরতি ধরিয়া দাঁড়া'ল সে রূপ আজ,
শবরীর আজ মিটিল সাধন হেরিল সে রাজ-রাজ।
কাণ্ডারী তা'র তরী বেয়ে লয়ে হাসি মুখে দিবা শেষে
এ ভব সিন্ধু পারের বন্ধু ঘাটে উতরিল এসে।

যৌবন দিতে চেয়েছিলি, আজ সারাটী জীবন দিয়ে
পূজা কর্ তোর জীবন-নাথেরে চরণে লুটা'য়ে গিয়ে।
সকল দীনতা সকল হীনতা সব বিফলতা ল'য়ে.
বারি ঝর্ ঝর্ ভাদর নিশীথে অশ্রু-পসরা ব'য়ে
সে চরণ-তরী ভরসা করিয়া ভাসা'বে জীবন ভেলা,
পা'বি ওরে কূল অতল অকূলে, ঘুচে'যা'বে হেলা ফেলা।
সে দিন আসে নি ভালই হ'য়েছে, আসিলে রিক্ত চিতে
পারিতাম কিগো এমনি করিয়া আপনা মুছিয়া দিতে?
জীবনের আধা র'য়ে যেত বাকী সাধনা হত না শেষ,
ফুল দিয়ে শুধু করিতাম পূজা ফল সে নিরুদ্দেশ!

পূজারিণী

ওগো পাথরের দেবতা !
ভালবেসে তোমা' কি দিয়ে পূজিব
তুষিব কেমনে ক'ব তা ?
মথিয়া বুকের যৌবন-সুধা
নিবেদি' চরণে মিটাইব ক্ষুধা,
কেমনে বুঝা'ব মূঢ় মানবের
পিয়াসী প্রাণের বারতা ?

তুমি যে পাষাণ, তুমি উদাসীন
পলক নাহি ও নয়ানে,
স্পন্দনহীন বক্ষ তোমার,
বিকার জাগে না বয়ানে।
তোমার যুগল চরণ ঘিরিয়া
ধূপ ধূনা মরে পুড়িয়া পুড়িয়া,
জ্বলে' জ্বলে' দীপ নিবে যায়—জাগি
একেলা আঁধার শয়ানে !

কত ফুল তব প'ড়ে থাকে পায়ে
হাসি মুখে মুখ হেরিয়া !
কত মালা তব গলাটী জড়া'য়ে,
কত ডোর বাহু বেড়িয়া !

ক্ষণে ক্ষণে তা'রা ঝ'রে ঝ'রে পড়ে
খসিয়া খসিয়া পাদ-পীঠ ভ'রে,
ব্যর্থ সাধনা নিষ্ফল আশা
সিংহাসন সদা ঘিরিয়া।
সাক্ষী তাহার রয়েছে দাঁড়া'য়ে
যুগ যুগ তা'র মাঝারে,
মৈনাক সম অচল অটল
আকুল অশ্রু পাথারে।
ও নয়ন-কোণে নাহি অশ্রু-লেশ
পাষাণে বাসনা-শোণিতের রেশ
তুহিন-শীতল তেমনি পরশ
সেই হাসি আঁকা অধরে।

জগতে লুকা'য়ে গিয়েছিল তা'রা
তোমারে পরাণ সঁপিতে,
[তাই] পাষাণে ঠেকিয়া ফিয়ে গেল ধন*
কৃপণের নিজ ঝাঁপিতে।
তাই তবহেলা অনাদরে ফল
শুখা'য়ে লুটা'য়ে হ'ল নিষ্ফল,
ঝ'রে গেল সুধা—যত চেয়েছিল
আঁচলের কোণে ঝাপিতে !